প্রথম আলো

তারিখ ... 29 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

২৫৮ শিক্ষার্থীর ফল ওলটপালট আরও ৪০ জন জিপিএ-৫ পেল

শরিফুজ্জামান ●

নয় বিষয়ে এ গ্রাস পেয়ে কেউ কি ইসলাম ধর্মে ৫৭ পেতে পারে? শিক্ষাজীবনে সব সময় ভালো ফল করে কেউ কি ফেল করতে পারে? এ গ্রাস পাওয়ার ঘোষণা শোনার আশায় যে শিক্ষার্থী অপেক্ষা করছিল, ফেল করার খবর পেয়ে তার মনের অবস্থা কেমন হতে পারে?

এসব প্রশ্নের জবাব খোঁজার চেষ্টা করেছিল আটটি শিক্ষা বোর্ডের ১৫ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী। ২৬ মে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর এসব শিক্ষার্থী তাদের ফলাফলে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। নিয়ম অনুযায়ী তারা খাতা পুনর্নিরীক্ষার আবেদন করে। আটটি শিক্ষা বোর্ড আলাদাভাবে খাতা পুনরায় নিরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ করেছে। এতে ২৫৮ জন শিক্ষার্থীর ফলাফল নড়চড় হয়েছে। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে অন্তত ৪০ জন। এমনকি ফেল করা কয়েকজন শিক্ষার্থী পাসও করেছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে *প্রথম আলোকে* বলেন, বিষয়টি দুঃখজনক। কার ভুল বা অসতর্কতার জন্য এমনটি হয়েছে, তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে সংশ্লিষ্ট বোর্ড।

পরীক্ষকের ভুল: বোর্ড সূত্রগুলো বলছে, খাতা পুনর্নিরীক্ষা করে তিন ধরনের ভুল চিহ্নিত করা হয়েছে। দেখা গেছে, ৮৮ পাওয়া শিক্ষার্থীকে ৪৪ আর ৮০ পাওয়া শিক্ষার্থীকে ৪০ দেওয়া হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, পরীক্ষক প্রাপ্ত নম্বরের বৃত্ত ভরাট করেন। এ সময় ৮০ পাওয়া শিক্ষার্থীর ওএমআর ফরমে ৪০ পূরণ করা হয়েছে।

সূত্রমতে, ওএমআর ফরমে বৃত্ত ভরাটে ভুলের কারণেই এসব ফলাফল ওলটপালট হয়েছে। এ ছাড়া কিছু ভুল হয়েছে নম্বর যোগ না করায়। দেখা গেছে, শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত সব নম্বর ভুলে যোগ করা হয়নি। এ ছাড়া কিছু প্রশ্নের নম্বর দেওয়া হয়নি।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান ফাহমিদা খাতুন *প্রথম আলোকে* বলেন, একশ্রেণীর পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকের ভুলের কারণে শিক্ষার্থীর এ ধরনের ক্ষতি খুবই দুঃখজনক। তিনি বলেন, এ ধরনের অপরাধ যাঁরা করবেন, তাঁদের ভবিষ্যতে পরীক্ষক বা প্রধান পরীক্ষক হওয়ার সুযোগ

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৩

২৫৮ শিক্ষার্থীর ফল ওলটপালট, আরও ৪০ জন জিপিএ-৫ পেল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেওয়া হবে না। এ ছাড়া ওই সব পরীক্ষকের চাকরিদাতা কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হবে।

ঢাকা বোর্ড: ঢাকা বোর্ডে ফেল করা ২১ জন শিক্ষার্থী পুনর্মূল্যায়নের পর উত্তীর্ণ হয়েছে। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৭ জন। এই বোর্ডে মোট ৮৪ জন শিক্ষার্থীর গ্রেড পরিবর্তন হয়েছে। উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের জন্য আবেদন করেছিল চার হাজার ৫৪৪ জন।

ঢাকা বোর্ডের কম্পিউটার কেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সিস্টেম এনালিস্ট প্রকৌশলী মনজুরুল কবীর *প্রথম আলোকে* বলেন, তাড়াহুড়ো বা অসতর্কতার কারণে ওএমআর ফরমের বৃত্ত ভরাটে বেশির ভাগ ভুল হয়েছে। একই ধরনের মত প্রকাশ করেছেন রাজশাহী বোর্ডের আতিকুর রহমান, যশোর বোর্ডের জাহাঙ্গীর কবিরসহ কয়েকজন সিস্টেম এনালিস্ট।

কুমিল্লা বোর্ড: ফল পুনর্মূল্যায়নের পর এ বোর্ডে সাত জন শিক্ষার্থীর গ্রেড পরিবর্তন হয়েছে। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে তিনজন। সব মিলিয়ে মোট ১১ জনের ফল ওলটপালট হয়েছে। খাতা পুনর্নিরীক্ষার আবেদন করেছিল এক হাজার ৪৮৬ জন।

বোর্ডের সদ্য বিদায়ী চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান বলেন, খাতা পুনর্নিরীক্ষার আবেদনগুলো গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কম সময়ে ফল দিতে পারলে ভালো। তবে রচনামূলক, নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলগুলো একত্রিত করে ফল প্রকাশে ৭০ দিন সময়ের প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

রাজশাহী বোর্ড: এ বোর্ডে ফেল করা নয়জন শিক্ষার্থী পাস করেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন গ্রেড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে চারজন। জিপিএ-৫ পাওয়া দুজন শিক্ষার্থীর একটি করে বিষয়ে এ গ্রাস এসেছে।

বোর্ড সূত্র জানায়, ফল চ্যালেঞ্জ করে আবেদন করেছিল এক হাজার ৭৭১ জন। এদের মধ্যে ২২ জনের ফলাফলে পরিবর্তন এসেছে।

যশোর বোর্ড: ফল সংশোধনের আবেদন পড়েছিল দুই হাজার ৮২৬টি। এদের মধ্যে সংশোধন হয়েছে ৬৭ জন শিক্ষার্থীর ফল। বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আমীরুল আলম খান বলেন, সঠিকভাবে বৃত্ত ভরাট না করা, নম্বর যোগে ভুল এবং কোনো কোনো প্রশ্নের জবাবে নম্বর না দেওয়ায় এই ৬৭ জনের ফল পরিবর্তন হয়েছে।

সিলেট বোর্ড: এ বোর্ডের একজন শিক্ষার্থী সব বিষয়ে জিপিএ-৫ পেলেও ইসলাম ধর্মে পায় ৫৭। ওই শিক্ষার্থী এটা মানতেই পারছিল না। সে উত্তরপত্র আবার নিরীক্ষার আবেদন করে। এতে দেখা যায়, ছাত্রটি আসলে ইসলাম ধর্মে ৮৭ পেয়েছে। কিন্তু পরীক্ষক বৃত্ত ভরাট করতে গিয়ে ৮-এর বদলে ৫ ভরাট করেছে। এভাবেই ৮৭ হয়ে যায় ৫৭। একইভাবে ৩৩ পাওয়া আরেক শিক্ষার্থী ২৩ পেয়েছে বৃত্ত ভরাটে পরীক্ষকের ভুলের কারণে।

জানা যায়, ওই বোর্ডে প্রায় ৮০০ শিক্ষার্থী আবেদন করেছিল। এর মধ্যে ১০ জনের ফল পরিবর্তন হয়েছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে দুজন।

বোর্ডের চেয়ারম্যান এস এম আব্দুল খালেক বলেন, 'প্রতিবছর নির্ভুলভাবে ফল প্রকাশের চেষ্টা করা হলেও কিছু ত্রুটি থেকে যায়। তার পরও কোনো ত্রুটি হয়ে থাকলে তা প্রকাশ করতে আমাদের দ্বিধা নেই।' এক প্রশ্নের জবাবে চেয়ারম্যান বলেন, এ ধরনের ভুলের জন্য সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দিনাজপুর বোর্ড: ফেল করা তিনজন শিক্ষার্থী দিনাজপুর বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে। এ ছাড়া অন্য গ্রেড থেকে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী পাঁচজন। আবার জিপিএ-৫ পাওয়া ছয়জন শিক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন হয়ে তারা সব বিষয়ে এ গ্রাস পেয়েছে। সূত্র জানায়, এ বোর্ডে মোট এক হাজার ১৩ জন উত্তরপত্র চ্যালেঞ্জ করে। এদের মধ্যে ২২ জনের ফল পরিবর্তন হয়েছে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম বোর্ডে ১৬ জন শিক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন হয়েছে।

বরিশাল: থেকে সাইফুর রহমান জানান, এ বোর্ডে ২৬ জন শিক্ষার্থীর ফলাফল পরিবর্তন হয়েছে। পুনর্নিরীক্ষিত ফলাফলের কারণে বোর্ডে পাসের হার ও জিপিএ-৫-এর সংখ্যাও বেড়েছে। মোট এক হাজার ৩৯৮ জন খাতা পুনর্নিরীক্ষার আবেদন করেছিল। তার মধ্যে ২৬ জনের ফল পরিবর্তন হয়। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে পাঁচজন, ফেল থেকে পাস করেছে ১৩ এবং এক বিষয়ে নম্বর পরিবর্তন হয়েছে আট শিক্ষার্থীর।

ফল পরিবর্তিত শিক্ষার্থীদের কয়েকজন অভিভাবক জানান, শুধু শিক্ষকদের গাফিলতির কারণে এসব শিক্ষার্থী মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহ আলমগীর বলেন, পরীক্ষকের অসাবধানতা ও গাফিলতির কারণেই এ অবস্থা হচ্ছে। এই পরীক্ষকদের কালো তালিকাভুক্ত করাসহ তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।